টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)

১০ম তলা, আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা

ইনোভেশন ডাটাবেইজ ২০১৮-১৯

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র | উদ্ভাবনী বিষয়ের নাম | কি কাজে ব্যবহৃত হবে (বিস্তারিত) | বর্তমান অবস্থা থেকে আপনার উদ্ভাবন কেন ভালো | আইডিয়া প্রদানকারী |
| ০১ | National Database of Renewable Energy | দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানির তথ্য একই স্থানে সন্নিবেশিত থাকবে। সময় সময় সরকারের চাহিদামত তথ্য পেশ করা হবে | আগে এধরণের ডাটাবেইজ ছিলো না বলে নবায়নযোগ্য জালানির তথ্য পাওয়া সম্ভব ছিলো না | মোঃ রাশেদুল আলম, সহকারী পরিচালক ( সোলার), স্রেডা |
| ০২ | ডিজিটাল ইস্যু রেজিস্ট্রার | অফিসের বিভিন্ন চিঠিপত্র অন্য দপ্তরে পাঠানোর জন্য | বর্তমানে অফিসের ইস্যু রেজিস্ট্রার বইতে হাতে লিখে ইস্যুকৃত চিঠি প্রেরণ করা হয়। এক্ষেত্রে পুরাতন তারিখে সাব ইস্যু নাম্বার দিয়ে চিঠি পাঠানো যায় সহজেই। আবার অনেক সময় খালি জায়গা রাখা হয় যাতে পুরাতন ইস্যু নাম্বার ব্যবহার করে চিঠি পাঠানো যায়। এতে অবৈধ ব্যবহার হচ্ছে। ডিজিটাল ইস্যু নাম্বার থাকলে এ ব্যবহার রোধ করা যাবে। এবং ইস্যু রেজিস্ট্রার বই হারানোর সম্ভাবনা থাকবে না | মোঃ মিলন উদ্দিন  প্রকল্প কর্মকর্তা, এইচ ই পি প্রকল্প |
| ০৩ | ডিজিটাল ডিসপ্লেতে কর্মকর্তাদের অফিসের অবস্থান প্রদর্শন | যেকোনো অফিসের কর্মকর্তাগণ যদি অফিসে থাকে তাহলে ডিসপ্লেতে তা নির্দেশ করবে। যদি অফিসের বাহিরে থাকেন তাহল তাও নির্দেশ করবে। কোনো অফিসার যদি ছুটিতে থাকেন তাহলে সেই তথ্যও অফিসের ইনফোরমেশন ডেস্কের সামনে ডিজিটাল ডিস্প্লেতে প্রদর্শিত হবে | ডিজিটাল ডিসপ্লে তে তার অবস্থান সম্পর্কে তার উর্ধতন কর্মকর্তা অবগত হবেন।  অতিথিগণ অযথা অপেক্ষা করে সময় অপচয় হতে বিরত থাকবে | মোঃ মিলন উদ্দিন  প্রকল্প কর্মকর্তা, এইচ ই পি প্রকল্প |
| ০৪ | কমন স্পেস থেকে জ্বালানি সাশ্রয়- সেন্সর ব্যবহারে এসি এবং লাইটে এনার্জি সেভিং পটেনশিয়াল স্টাডি- স্রেডা অফিস | এ বিষয়ের আওতায় যা যা থাকবে  ১। অব্যবহৃত অথবা কম ব্যবহৃত লাইট যেমন- টয়লেট, করিডর এ সেন্সর ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খরচ কমানো।  ২। কর্মকর্তা রুম থেকে বের হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসি, সম্ভব হলে লাইট বন্ধ করার ব্যবস্থা করা। | ১। এতে করে এসির মত বেশি বিদ্যুৎ খরচ কারী এপ্লায়েন্সের বিদ্যুৎ খরচ কমানো যাবে।  ২। অপ্রয়োজনে জ্বালানো লাইট থেকে বিদ্যুৎ খরচ কমানো যাবে।  ৩। জনগনের মধ্যে সাশ্রয়ী মনোভাব তৈরী করা যাবে।  সেন্সর লাগিয়ে বিদ্যুৎ খরচ কত কম হলো সে বিষয়ে প্রাথমিক ডাটা নেয়া হবে। পরবর্তীতে আশানুরুপ টেস্ট রেজাল্টের ভিত্তিতে বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করে রেপ্লিকেশন এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। | জনাব তৌফিক রহমান,  সহকারী পরিচালক( স্ট্যান্ডার্ড এন্ড লেবেলিং),স্রেডা |
| ০৫ | স্কুলিং প্রোগ্রামের জন্য স্রেডার ওয়েবসাইটে আলাদা পেজ খোলা | স্রেডা নিয়মিত স্কুলিং প্রোগ্রাম আয়োজন করছে। প্রতিটি স্কুলিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের স্রেডার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ওয়েবসাইটে আমন্ত্রণ জানানো হয়েথাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্রেডার ওয়েবসাইটে স্কুলিং প্রোগ্রাম এর জন্য আলাদা পেজ নেই। | নতুন পেইজ চালু করা হলে সেটি স্রেডা এবং স্কুলিং প্রোগ্রামের অংশগ্রহনকারী সকলের জন্য যোগাযোগের সহজ মাধ্যম হতে পারে পেইজটির কাজঃ  ১. স্কুলিং প্রোগ্রামের কার্যক্রম আপলোড করা  ২. স্কুলিং ক্লাব নাম দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সদস্য পদ প্রদান করা  ৩. স্কুলিং প্রোগ্রামে যারা অংশগ্রহন করবে এই পেইজ এ তাদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা।  ৪. ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য এ পেইজের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা  ৫. যেকোনো পরামর্শ/মতামত/জিজ্ঞাসা ইত্যাদি সেবা প্রদান করা | মোঃ মনজুর মোরশেদ  পরিচালক(জ্বালানি নিরীক্ষা), স্রেডা |
| ০৬ | স্রেডা অফিসে ফ্লোর প্ল্যান স্থাপন, ইমার্জেন্সী এক্সিট এবং বিভিন্ন কর্মকর্তার দপ্তর নির্দেশক স্থাপন | এ বিষয়ের আওতায় যা যা থাকবে  ১। অভ্যর্থনা কক্ষে এই ফ্লোরের স্থাপনা/ ফ্যাসিলিটির বর্ণনা থাকবে।  ২। কোন স্থানে কি আছে সে বিষয়ক ম্যাপ  ৩। ফায়ার এক্সিট এর জন্য ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ব্যবহার নির্দেশিকা সংবলিত মার্কিং এর ব্যবস্থা  ৪। বিশেষ কিছু কর্মকর্তার অফিস অথবা মিটিং রুম/কনফারেন্স হলের দিক নির্দেশনা | ১। এর ফলে স্রেডায় আগত অতিথি বৃন্দ সহজে তার গন্তব্য স্থলে পৌছাতে পারবে  ২। ইমার্জেন্সীতে ফায়ার এক্সিট এ পৌছিয়ে জান মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। | জনাব মো. হেলাল উদ্দিন  চেয়ারম্যান, স্রেডা |
| ০৭ | কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা | স্রেডায় কর্মরত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অসুস্থ হয়ে পড়লে বা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে তাৎক্ষনিক প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা | জরূরী প্রয়োজনে ফাস্ট এইড দেয়া যাবে । এই আইডিয়া মাঝে আছে  ১। প্রাথমিক চিকিৎসার ট্রেনিং আয়োজন অন্ততঃ ৩ জনকে ট্রেনিং দেয়া  ২। ফাস্ট এইড বক্স এর ব্যবস্থা রাখা  ৩। জরূরী ঔষুধ(জ্বর, এন্টিসেপ্টিক, গ্যাস্টিক, খাবার স্যালাইন ইত্যাদি) এনে রাখা | বেগম জাকারিয়া ফেরদৌস  প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্ট, স্রেডা |
| ০৮ | জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ে ১০ মিনিট কন্টেন্ট প্রস্তুত করণ এবং প্রচার | তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কাজে লাগিয়ে যুব ও তরুণ সমাজ কে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতন করা | বর্তমানে ফেসবুক ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা ব্যাপক হারে প্রচার করা যাচ্ছে না। বিভিন্ন সোসাল মিডিয়া যেমন ইউটিউব চ্যানেল, ১০ মিনিট স্কুল ইত্যাদিতে প্রচার করলে তা ব্যাপক হারে সচেতনতা সৃষ্টি করবে। | জনাব স্থপতি মোঃ নাফিজুর রহমান, উপ- পরিচালক ( জ্বালানি নিরীক্ষা ) |
| ০৯ | কর্মকর্তা টাস্ক ম্যানেজার | বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মকর্তাগণকে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ দাপ্তরিক বিভিন্ন কাজ প্রদান করে থাকে। এ কাজ গুলো অগোছালো থাকে। কর্মকর্তাদের টাস্ক ম্যানেজার সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদানকৃত কাজ একটি বোর্ড বা ইলেক্ট্রনিক্যালি লিপিবদ্ধ থাকবে। | এ সিস্টেম থেকে কর্মকর্তাগণ তাদের উপর ন্যাস্ত কাজ প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষন করতে পারবে এবং উর্ধতন কর্মকর্তাগণ তদারকি করতে পারবে। | জনাব সিদ্দিক জোবায়ের  সদস্য ( জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ), স্রেডা |
| ১০ | থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কনডেনসারে বাষ্প ঠাণ্ডা করার জন্য ব্যবহৃত নদীর সার্কুলেটিং পানি ব্যবহার করে ছোট হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন | বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্থাপিত ছোট হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে, যা আমরা বর্তমানে ব্যবহার না করে সরাসরি নদীতে ফেরত পাঠানো হয়  বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কনডেনসারে বাষ্প ঠাণ্ডা করার জন্য নদীর পানি ব্যবহার করে এবং পুনরায় নদীতে ফেরত পাঠায়। একটি ২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কনডেনসারে প্রতি ঘন্টায় প্রায় ২৭০০০ টন পানি ব্যবহৃত হয়। উক্ত পানি সরাসরি নদীতে না ফেরত পাঠিয়ে যদি একটি Low Height Running Turbine এর মাধ্যমে পাঠানো যায়, তাহলে অতিরিক্ত কোন জ্বালানি ব্যবহার না করেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। | একটি ২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ (ধরি, পানির উচ্চতা ২ মিটার), P = γQH \* ৬০%  = ৯.৮১ \* {((২৭০০০\*১০০০)/৩৬০০)/১০০০}\*২\*৬০% = ৮৮.২৯ কিলো ওয়াট  উক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে কোন প্রকার জ্বালানির প্রয়োজন হবে না এবং অল্প স্থান ব্যবহার করে ছোট হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা সম্ভব। বাংলাদেশের ঘোড়াশাল, আশুগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জসহ বিভিন্ন যায়গায় বড় এবং একাধিক থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে ছোট হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করে প্রতি স্থান থেকে অতিরিক্ত প্রায় ২০০ – ৫০০ কিলোওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। | জনাব মোহাম্মদ আলী বাকের  উপ পরিচালক (জ্বালানি দক্ষতা), স্রেডা |